দৈনিক [illegible]

তারিখ ..25 JUN 2008...
পৃ 12 কলাম 7

শিক্ষা খাতে গবেষণা সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতিমালা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

সরকার শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ বিপুলসংখ্যক প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় আর্থিক পৃঃ ৫ঃ কঃ ১

শিক্ষা খাতে গবেষণা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সহায়তা প্রদানের জন্যই এই নীতিমালা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই শিক্ষা সচিবকে সভাপতি করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলামকে সভাপতি করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট প্রাথমিক বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির একাধিক সভায় আলোচনা করে এই নীতিমালার খসড়া করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রাথমিক বাছাই কমিটির যৌথ সভায় এই খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, এই কর্মসূচীর অধীনে প্রতি বছর গাণিতিক বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান ও জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানে গবেষণা কাজে সহায়তা করা হবে। নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে দেশের সকল পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচ্চতর গবেষণা কর্মকাণ্ড এর আওতাভুক্ত হবে। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ও স্বীকৃত জার্নালে গত ৫ বছরে গবেষক টিমের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫টি এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এমন গবেষকরা আবেদন করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী গবেষণা কাজের জন্য ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রতি বছর সমাপ্ত শ্রেষ্ঠ গবেষণাকর্মকে পুরস্কৃত করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এ বিষয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। পরবর্তীতে প্রাথমিক বাছাই কমিটি যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ জন্য এ বছরের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।